জাতি গঠন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারী শিক্ষার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা

রুবী রহমান

শিক্ষা একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। স্বল্প পরিসরে এর ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন। তথাপি বলা যায়, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া হচ্ছে শিক্ষা। মানব সভ্যতার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানব প্রবৃত্তির এই বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস মোটামুটিভাবে একটি নির্দিষ্ট ধারায় এগিয়ে চলে। কোন ব্যক্তির জীবনে যদি এই প্রয়াস যথোচিত পূর্ণতা লাভ করে তখন ঐ ব্যক্তি শিক্ষিত বলে সমাদৃত হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক হিসাবে শিক্ষা দেশে দেশে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের আলো দেয়। সভ্যতা নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সংস্কৃতিবান করে তুলতে সহায়তা করে। পৃথিবীতে এই শিক্ষাকে নিয়ে চলছে নতুন নতুন চিন্তাধারা ও ভাবনা। শিক্ষাকে জীবনের মাঝে পরিব্যাপ্ত করে দেয়ার উদ্যোগ আজ পৃথিবীর সর্বত্র পরিলক্ষিত। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগ পর্যন্ত মানুষ এই লক্ষ্য অর্জনে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরই পটভূমিতে কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি দেশই গভীরভাবে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করছে।

শিক্ষার প্রতিটি বিষয়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তথাপি বিশ্বের প্রতিটি দেশে নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর ব্যবধান অনেক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতিগঠনে পুরুষ ও নারী সমান সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে নারীর অবদান কোন ক্ষেত্রে কম নয়। অথচ জাতি গঠন ও দারিদ্র্য বিমোচনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় না। দারিদ্র্য সমাজের একটি নেতিবাচক রূপ। দারিদ্র্য সামাজিক বিকাশের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে। গ্রামে শতকরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। শিক্ষা তথা অসচেতনতা দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। হাতের কাছে অফুরন্ত সুযোগ, শুধু মেধার ব্যবহারে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। গ্রামের এই জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী সমাজ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। তারা সনাতনী জীবন ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়ে নানা রকম কুসংস্কারে নিমজ্জিত। একটা বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শুধু শিক্ষার অভাবে হচ্ছে অবহেলিত, নির্যাতিত সর্বোপরি পরিগণিত হচ্ছে সমাজের অভিশাপ রূপে। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সংস্কৃতির প্রভাবে আবহমান কাল থেকে নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যদিও বিশ্বের উন্নত দেশে নারীরা পুরুষের সমান কাজ করে। জাতি গঠনে তথা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এগিয়ে চলেছে, সেখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষশাসিত এই সমাজে নারীরা সব সময় অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত বটে। তারা আজ চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষার বদৌলতে তারা পরিণত হতে পারে সম্পদে। সঠিক শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা তাদের চিন্তাধারার ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটাতে পারে। তারা দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৃণমূল পর্যায়ে দৃঢ় করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। নারী সমাজ আজ দারিদ্র্যের কষাঘাতে নির্মমভাবে জর্জরিত। দু'দিনে এক বেলা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করছে। ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ। যারা এই সমাজের সবচাইতে অবহেলিত ও নির্যাতিত তারাই একটু শিক্ষার প্রভাবে ঘুরে উঠতে পারে দারিদ্র্য বিমোচনের মডেল।

শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ পেলে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে অগ্রগামী—তা আমরা বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখতে পাই। একটু শিক্ষায় তাদের অলস হাতগুলো হতে পারে কর্মের হাতিয়ার।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে নারীর ভূমিকা আরও স্পষ্ট হবে।

জনসংখ্যা সমস্যা ঃ আজকের বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যার স্ফীতি। বাংলাদেশে এই সমস্যা প্রকট ও ভয়াবহ। সম্প্রতি জাতিসংঘের রিপোর্টে জানা গেছে, বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে যদি কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত না হয় তবে আগামী ২০০০ সালের দিকে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা এসে দাঁড়াবে ২০ কোটির উপর। এই পর্বতসম সমস্যার সমাধানে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে অথচ সাফল্য যৎসামান্য। এই কর্মসূচীগুলো শহরকেন্দ্রিক সমাজে ফলপ্রসূ কিন্তু যেখানে দেশের ৮০ ভাগ লোক বাস করে সেই গ্রামে এই কর্মসূচীগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সমাজ বিজ্ঞানী ও পরিকল্পনাবিদরা নিরক্ষরতা এর অন্যতম কারণ বলে ধারণা করছেন। একজন অশিক্ষিত নারী পরিকল্পিত পরিবারের ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকায় অধিক সন্তান জন্মদানের ফলে সে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তা বুঝে উঠতে পারে না। কারণ তাদের গণ্ডির মধ্যে চিন্তা শক্তির প্রসারতা একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে ব্যস্ত। শিক্ষাই পারে তার চিন্তাশক্তির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ঘটাতে। কোন্ সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির চিন্তার গভীরতার ওপর। সুতরাং জনসংখ্যা সমস্যাকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিয়ে কতটা লাভ হবে এবং তার চেয়ে লাভবান হওয়া যাবে এর অন্তর্নিহিত তথ্য মৌলিক সমস্যার শিকার মাধ্যমে সমাধান করে। এ জন্য বিশেষ করে নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষাই পারে একজন নারীকে পরিপূর্ণ সচেতন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে

স্বাস্থ্যহীনতা ঃ স্বাস্থ্যহীনতা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। এ সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের সজীবতা ও উদ্দীপনাকে নিস্তেজ করে এক কঠিন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে কোন জাতির জনগণ যদি সুস্থ ও সুঠাম দেহের অধিকারী না হতে পারে তবে সে জাতির পক্ষে সম্মানের সাথে অবস্থান করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে দার্শনিক প্ল্যাটোর কথা মনে পড়ে। তিনি যেমন শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার সাথে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন শরীরচর্চার। কেননা কোন জাতি সুস্থ ও সুঠাম দেহের অধিকারী না হলে তার মানসিকতাও হয়ে পড়ে দুর্বল ও জরাজীর্ণ। বাংলাদেশের অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যহীনতা আমাদের দেশে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। একটি সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান জাতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতিগঠনের পূর্বশর্ত। সচেতনতার অভাবে পুকুর-ডোবা বা নদীর পানি খেয়ে অধিকাংশ লোক পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। ডায়রিয়া ও আমাশয়ের মতো মারাত্মক রোগগুলো এখন অতি পরিচিত। অথচ একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে এই সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। খাওয়ার আগে ও পায়খানার পর হাত ধোয়া একটা মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি অথচ এটা দারুণভাবে উপেক্ষিত। এ ক্ষেত্রে স্যানিটেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতি স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে রোগমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে সংক্ষিপ্তভাবে স্যানিটেশন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে স্যানিটেশনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার।

নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইস চ্যান্সেলর ডঃ শমশের আলী বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এক বড় 'ফোকাস' হচ্ছে মেয়েরা। আমাদের সবক'টি প্রোগ্রামই জেন্ডার ব্যালেন্স চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া কি এই ক্ষমতায়ন আশা করা যায়।